দৈনিক বাংলা

তারিখ 18 MAR 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সমীপে

আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ কল্যাণ এমএসএস শেষ বর্ষ ১৯৮৯-৯০ এর ছাত্রছাত্রী। আমাদের কোর্সের নির্ধারিত ক্লাসসমূহ ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গেছে। এবং ইনকোর্স পরীক্ষাও সমাপ্তির পথে। ফলে এখন আমরা সম্পূর্ণ অবসর। সমাজ কল্যাণের ছাত্রছাত্রীদের হাতেকলমে শিক্ষার জন্য বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে ৬০ কর্মদিবস ফিল্ডওয়ার্ক করতে হয় যা অত্যন্ত সুন্দর ব্যবস্থা। এ ফিল্ড ওয়ার্ক সম্পন্ন করতে প্রায় সাড়ে তিন মাস সময় লাগে। এই অতিরিক্ত সময় অন্য কোন বিভাগে প্রয়োজন হয় না। এ অবসর সময়ে আমাদের ফিল্ডওয়ার্ক সম্পন্ন হলে খুবই ভাল হতো। কিন্তু অনার্সও প্রিলিমিনারীর ফিল্ড ওয়ার্ক ইতিমধ্যে শুরু হওয়ায় সীমিত সংখ্যক ফিল্ড থাকায় ইচ্ছা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ আমাদের ফিল্ড ওয়ার্কে পাঠাতে পাড়ছে না। এবং চলতি দুই গ্রুপের ফিল্ড ওয়ার্ক ১৫ মের পূর্বে শেষ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কেননা, মাঝেই রয়েছে ঈদের ছুটি। অথচ এই দীর্ঘ ৩/৪ মাস সময়ে আমরা কোর্স ফাইনাল পরীক্ষা প্রস্তুতি নিয়ে মে মাসের মধ্যে পরীক্ষা সম্পন্ন করতে আগ্রহী। নতুবা চলতি ব্যাচের ফিল্ড ওয়ার্ক শেষ করে আমাদের ফিল্ড ওয়ার্ক শুরু করে কোনভাবেই অক্টোবর নবেম্বরের পূর্বে পরীক্ষা অনুষ্ঠান সম্ভব হবে না এবং রেজাল্টসহ ১৯৯৪ সনের মার্চ মাস লেগে যাবে। পক্ষান্তরে মে মাসের মধ্যে পরীক্ষা হলে অর্থাৎ ফিল্ডওয়ার্ক পরে নেয়া হলে ফিল্ডওয়ার্ক চলাকালীন সময়ে আমাদের রেজাল্ট প্রস্তুত হয়ে যাবে এবং আমরা সেপ্টেম্বরের মধ্যে রেজাল্ট পেতে পারি। এতে কলাভবনে পরীক্ষা শুরু না হলেও আমাদের মে মাসের মধ্যে পরীক্ষা শুরু করতে আপত্তির কারণ থাকবে না, এ বিষয়ে আমরা গত ১৬-০২-৯৩ ইং পরীক্ষা পরিচালক সমীপে আবেদন করি। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রতিবারই যে ভুলটি করেন তা হচ্ছে সকল বিভাগের ক্লাস শেষ হওয়া সত্ত্বেও মাস্টার্স ফাইনাল পরীক্ষা ও ফরম পূরণের স্পষ্ট তারিখ ঘোষণা করেন না। প্রতি বছরই স্বল্প সময় নিয়ে পরীক্ষার তারিখ ঘোষিত হলে পরীক্ষার্থীরাও সে তারিখ পিছানোর দাবী তোলে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সমাজকল্যাণের ছাত্রছাত্রীদের দীর্ঘদিন ফিল্ডওয়ার্ক করতে ও রিপোর্ট জমা দিতে কয়েক হাজার টাকা প্রয়োজন হয়। এ জন্য দীর্ঘদিন যাবত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সাবসিডি হিসাবে প্রতিদিনে দূরত্বভেদে মাত্র পঁচাত্তর পয়সা থেকে দেড় টাকা করে জনপ্রতি দিয়ে আসছেন-যা যুগের আবর্তে সাবসিডির প্রহসন মাত্র। এর জন্যও আবার নানা ঝামেলা পোহাতে হয়, এবং ফিল্ড ওয়ার্ক সম্পন্ন হওয়ার অনেক পরে টাকা দেয়া হয়।

অতএব কর্তৃপক্ষ সমীপে বিনীত প্রার্থনা, মে মাসের মধ্যে আমাদের ফাইনাল পরীক্ষার অনুমতি দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে অহেতুক ৬/৭ মাস অবস্থানের ঝামেলা থেকে রক্ষা করে এবং ফিল্ড ওয়ার্কের সাবসিডি দৈনিক কমপক্ষে বিশ টাকা হারে প্রদান করে বাধিত করবেন।

মোঃ ওয়াজেদ কামাল
৪২১, বঙ্গবন্ধু হল
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

জনমত